গ্রীণ ইউনিভার্সিটির সৌজন্যে আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ

গ্রীণ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ গত ১১ই আগষ্ট সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের দলের জন্য একটি শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রীণ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ডাঃ একেএম ফজলুর হক, বিশেষ অতিথি ছিলেন সর্বজনাব অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল, অধ্যাপক ড. কায়কোবাদ, গ্রীণ ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর ড. এম. ইউসুফ আলী এবং প্রফেসর ড. মকবুল আহমদ খান। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল বলেন আমি জানি না বাংলাদেশ কবে ক্রিকেটের বিশ্বকাপ জিতবে, জানি না অলিম্পিক গেমসে কবে পদক পাবে। তবে এটুকু দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমাদের মেধাবী শিক্ষার্থীরা এসবের অনেক আগেই আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড থেকে পদক নিয়ে আসবে।

গ্রীণ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ডাঃ একেএম ফজলুর হক তার জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বলেন এবারের প্রতিযোগী ইকরাম মাহমুদ পদক পেয়ে শুধূ তার নিজের জন্য নয় দেশের জন্যও গৌরব বয়ে আনবে। তিনি বলেন, মানুষের মস্তিষ্ক ১৪০০ গ্রাম নিয়ে গঠিত, আমরা যদি এর সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে পারি এবং সুশিক্ষায় নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে পারি তাহলে বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষ ১৪ কোটি জনশক্তিতে রুপান্তরিত হবে।

গ্রীণ ইউনিভার্সিটির ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মকবুল আহমদ খাঁন তার বক্তব্যে বলেন গ্রীণ ইউনিভার্সিটি তার ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু উচ্চ শিক্ষার নিশ্চয়তা দিচ্ছে না পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসাবে এবং গ্রীণ ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহদানের জন্য এবারের প্রতিযোগী নটরডেম কলেজের ছাত্র ইকরাম মাহমুদকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করছে। তিনি বলেন, আমাদের প্রচেষ্টা এবং লক্ষ্য থাকবে গ্রীণ ইউনিভার্সির্টির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে যেন আগামীতে অধ্যাপক ড. জাফর ইকবাল, অধ্যাপক ড. কায়কোবাদ এর মত ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে আসে।

গ্রীণ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম. ইউসুফ আলী বলেন ইকরাম মাহমুদের সাফল্যে গ্রীণ ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরাও উদ্বুদ্ধ হবে এবং আগামীতে এধরণের প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করবে। তিনি বলেন গ্রীণ ইউনিভার্সিটি তার শিক্ষার্থীদের গবেষণা এবং প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলার জন্য আধুনিক, সু-প্রশস্থ এবং সম্পুর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গবেষণাগার গড়ে তুলেছে, যাতে প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ছাড়াও ওভারহেড, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। অফুরন্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য রয়েছে দেশ-বিদেশের অসংখ্য বই, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা সমৃদ্ধ বিশ্বমানের লাইব্রেরী। তিনি আশা করেন শিক্ষার্থীরা এ সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগাবে এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করবে।

গ্রীণ ইউনিভার্সিটি পরিচালনা পরিষদের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মিসেস শাহিন মাহবুবা হক ফুলের তোড়া দিয়ে প্রতিযোগী ইকরাম মাহমুদকে শুভেচ্ছা জানান এবং তার সাফল্য কামনা করেন।

সম্মেলনে অন্যান্য বক্তারা বলেন, গণিত অলিম্পিয়াডের মতো ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতাকেও বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলা প্রয়োজন।

উলেখ্য যে, প্রতিবারের মতো এবারও বাংলাদেশে পাঁচটি বিভাগীয় শহরে ইনফরমেটিকস অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৪০০ স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে ৪৫জন বিজয়ীকে নিয়ে এ প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবার ক্রোয়েশিয়ার জাগ্রেব শহরে গত ১৫-২২শে আগষ্ট অনুষ্ঠিতব্য ১৯তম আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের একজন প্রতিযোগী এবং দলনেতা অংশগ্রহণ করেছে। এবারের প্রতিযোগী নটরডেম কলেজের ছাত্র ইকরাম মাহমুদ গত বছরও এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। ইকরাম মাহমুদকে অনুপ্রেরণা ও শুভেচ্ছা জানাতে গ্রীণ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। শিক্ষায় অঙ্গীকার এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে গ্রীণ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবার আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী দলটির সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছে।

গ্রীণ ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার জনাব শহীদুল বারী ইকরাম মাহমুদের সাফল্য কামনা করেন এবং আগত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।